# আদি-লীলা।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥ ১

জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস॥ ২

জয় দামোদরস্বরূপ জয় মুরারিগুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তম কৈল লুপ্ত॥ ৩

---

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স চৈতন্যদেবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু ময়ি প্রসন্নো ভবতু—যস্য প্রসাদতঃ অনুগ্রহাৎ অধমঃ অজ্ঞোঽপি অয়ং মাদৃশো জনঃ সদ্যঃ তৎক্ষণাৎ তল্লীলাবর্ণনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য লীলাবর্ণনবিষয়ে যোগ্যঃ স্যাৎ। অতএব শ্রীচৈতন্যপ্রসাদং বিনা তল্লীলাবর্ণনে কোঽপি সমর্থো ন ভবতীতি ধ্বনিতম্। ১

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের জন্মলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

**শ্লো। ১। অন্বয়।** যস্য (যাঁহার) প্রসাদতঃ (প্রসাদে) অয়ং (এই—মাদৃশ) অধমঃ (অজ্ঞ) অপি (ও) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) তল্লীলাবর্ণনে (তাঁহার লীলাবর্ণন-বিষয়ে) যোগ্যঃ (যোগ্য) স্যাৎ (হয়), সঃ (সেই) চৈতন্যদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) প্রসীদতু (প্রসন্ন হউন)।

**অনুবাদ।** যাঁহার প্রসাদে আমার ন্যায় অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার লীলাবর্ণনে যোগ্য হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১

গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্যবশতঃ এই শ্লোকে নিজেকে অজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যের প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার লীলাবর্ণনা করিবার যোগ্যতা লাভ করে; সুতরাং, তাঁহার কৃপা না হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার লীলা বর্ণনার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। এই পরিচ্ছেদ হইতেই জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যের লীলাবর্ণনা আরম্ভ হইবে; তাই সর্ব্বপ্রথমে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যের কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন।

**৩।** চন্দ্রের উদয় হইলে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে জগদ্বাসীর ভগবদ্-বহির্ম্মুখতাদি অজ্ঞতা দূরীভূত হইয়াছিল।

**এই সব-চন্দ্রোদয়ে**—১-৩ পয়ারোক্ত শ্রীচৈতন্য ও তদীয় পার্ষদগণরূপ চন্দ্রগণের উদয়ে। **তম**—অন্ধকার। শ্রীচৈতন্য পক্ষে, লোকের অজ্ঞান—ভগবদ্ বিষয়ে অজ্ঞতা, ভগবদ্-বহির্ম্মুখতাদি।

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তচন্দ্রগণ।
সভার প্রেমজ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল কৈল ত্রিভুবন ॥৪
এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম-অনুবন্ধ ॥ ৫
প্রথমে ত সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ ॥ ৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥৭
চৌদ্দশত-সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত-পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥ ৮
চব্বিশ-বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিলাস ॥ ৯
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১০
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥ ১১
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইল সকলে ॥ ১২
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা—শেষ লীলার দুইনাম ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪। **ভক্তচন্দ্রগণ**—শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের প্রত্যেকেই এক একটী চন্দ্রের সদৃশ। চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাদ্বারা জগতের অন্ধকার দূর করিয়া আলোকদ্বারা জগৎকে উদ্ভাসিত করে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণও জগদ্বাসীর হৃদয়ের দুর্ব্বাসনাদি দূর করিয়া হৃদয় প্রেমে পূর্ণ করিয়া সমুজ্জ্বল করিলেন।

**প্রেমজ্যোৎস্না**—প্রেমরূপ জ্যোৎস্না ভক্তগণকে চন্দ্রের সহিত এবং তাঁহারা যে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন, তাহাকে জ্যোৎস্নার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। **উজ্জ্বল**—দীপ্তিশালী। প্রেমপক্ষে, শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল।

৫। **এইত**—প্রথম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। **মুখবন্ধ**—গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে মুখবন্ধ বলে; ভূমিকা; অনুক্রমণিকা। **অনুবন্ধ**—আরম্ভ (শব্দরত্নাবলী)। **ক্রম-অনুবন্ধ**—ক্রমের আরম্ভ। শ্রীচৈতন্যের জন্মাদিলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে সমস্ত লীলার বর্ণনা, এই ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদ হইতেই আরম্ভ করিতেছি।

৬-৮। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন; ১৪০৭ শকে তাঁহার আবির্ভাব এবং ১৪৫৫ শকে তাঁহার তিরোভাব।

১০। **চব্বিশবৎসর শেষ**—চতুর্ব্বিংশতিবর্ষের শেষ ভাগের মাঘ মাসে; ১।৭।৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। চব্বিশবৎসর-বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চব্বিশবৎসর নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন।

১১-১২। **তার মধ্যে**—শেষ চব্বিশবৎসরের মধ্যে। প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের চব্বিশবৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর নানাস্থানে—দক্ষিণাঞ্চল, বাঙ্গলা, বৃন্দাবনাদি স্থানে—যাতায়াতে অতিবাহিত হইয়াছে। আর বাকী আঠার বৎসর প্রভু কেবল নীলাচলেই ছিলেন।

১৩। বর্ণনার শৃঙ্খলার নিমিত্ত মহাপ্রভুর লীলার ভাগ করিতেছেন। **গার্হস্থ্যে**—গৃহস্থাশ্রমে। প্রভু যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, সেই চব্বিশবৎসরের লীলাকে আদিলীলা বলা হইয়াছে। আর যে চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাসাশ্রমে ছিলেন, সেই চব্বিশ বৎসরের লীলাকে শেষ লীলা বলা হইয়াছে; শেষ লীলার আবার দুই ভাগ—মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। সন্ন্যাস করিয়া যে ছয় বৎসর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সেই ছয় বৎসরের লীলাকে মধ্যলীলা বলা হইয়াছে। আর বাকী যে আঠার বৎসর কেবল নীলাচলেই বাস করিয়াছিলেন, সেই আঠার বৎসরের লীলাকে অন্ত্যলীলা বলা হইয়াছে। মহাপ্রভুর সমস্ত লীলাকে এইভাবে ভাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ ১৪
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপদামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৫
এই-দুইজনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ ১৬
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন—চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥ ১৭

তথাহি—
সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সর্ব্বৈঃ সদ্গুণৈঃ পূর্ণাং তাং ফাল্গুনপূর্ণিমাং বন্দে—যস্যাং ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং কৃষ্ণনামভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ অবতীর্ণঃ প্রাপঞ্চিকলোক-লোচন-গোচরীভূতো বভুব ইত্যর্থঃ। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪-১৭। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা নিজে দর্শন করেন নাই; কাহার কাহার নিকট হইতে তিনি এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার উপাদান প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই বলিতেছেন। মুরারিগুপ্তের কড়চায় প্রভুর আদিলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে; আর স্বরূপ-দামোদরের কড়চায় প্রভুর শেষ-লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। মুরারিগুপ্ত প্রভুর গৃহস্থাশ্রমের লীলায় প্রভুর সঙ্গেই নবদ্বীপে ছিলেন; সুতরাং আদিলীলা তিনি স্বয়ং লীলার সঙ্গীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহার কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন। আর স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর অপ্রকটের সময় পর্য্যন্ত প্রভুর শেষলীলার সঙ্গীরূপেই নীলাচলে ছিলেন। তিনিও প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই তাঁহার কড়চায় শেষলীলা বর্ণনা করিয়াছেন; এই দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হইতেই কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। আর রঘুনাথ দাস-গোস্বামী স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে থাকিয়াই নীলাচলে সর্ব্বদা প্রভুর সেবা করিয়াছেন—শেষ আঠার বৎসর। প্রভুর ও স্বরূপ-দামোদরের অন্তর্ধানের পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসেন; তিনিও লীলাসঙ্গীরূপে প্রভুর অন্ত্যলীলা স্বয়ং দর্শন করিয়াছেন; কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার মুখেও প্রভুর অন্ত্যলীলার অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণও প্রভুর অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখেও কবিরাজ-গোস্বামী লীলাসম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামী এই কয়জন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হইতেই তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত কিছুই নাই।

**এই দুইজনের**—মুরারিগুপ্তের ও স্বরূপ-দামোদরের। **দেখিয়া**—উক্ত দুইজনের কড়চা দেখিয়া। **শুনিয়া**—রঘুনাথ দাস-গোস্বামী ও রূপ-সনাতনাদির নিকটে শুনিয়া।

১৭। পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত **বাল্য**, দশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত **পৌগণ্ড**, পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত **কৈশোর**; পনর বৎসরের পরে **যৌবন**। প্রভু যৌবন পর্য্যন্ত গৃহে ছিলেন; সুতরাং তাঁহার আদি (প্রথম চব্বিশ বৎসরের) লীলাকে বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা, কৈশোরলীলা ও যৌবনলীলা এই চারিখণ্ডে বিভক্ত করা যায়; পরবর্ত্তী চারিটী পরিচ্ছেদে এই চারিটী লীলা যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর জন্মলীলা বর্ণিত হইয়াছে। লৌকিক দৃষ্টিতে জন্মগ্রহণের উপরে কাহারও নিজের কোনওরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই; তাই লৌকিক-লীলায় প্রভুর জন্মগ্রহণ-লীলাটী বাল্যলীলার অন্তর্ভুক্তরূপে বর্ণনা না করিয়া স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ভগবানের বাস্তবিক জন্ম নাই; ইহাও তাঁহার এক লীলা। ভূমিকায় "ব্রজেন্দ্রনন্দন"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১।১৩।৭৮-৮৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

শ্লো। ২। অন্বয়। সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং (সমস্ত সদ্গুণদ্বারা পরিপূর্ণ) তাং (সেই) ফাল্গুনপূর্ণিমাং (ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে) বন্দে (বন্দনা করি), যস্যাং (যাহাতে—যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে) শ্রীকৃষ্ণনামভিঃ (শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) অবতীর্ণঃ (অবতীর্ণ হইয়াছিলেন)।

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥ ১৮
'হরিহরি' বোলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া॥ ১৯
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে॥ ২০
বাল্যভাবছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন॥ ২১
অতএব 'হরিহরি' বোলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সব বন্ধুজন॥ ২২
'গৌরহরি' বলি তাঁরে হাসে সর্ব্বনারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম, 'গৌরহরি'॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**অনুবাদ।** যেই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সর্ব্বসদ্গুণপরিপূর্ণা সেই ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথিকে বন্দনা করি। ১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবসময়ে সকলেরই চিত্ত আপনা-আপনি আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল; অথচ কেন এরূপ হইতেছিল, তাহা প্রথমে কেহই জানিতে পারেন নাই; এই আনন্দের প্রেরণায় ভক্তমণ্ডলীর যিনি যেখানে ছিলেন, তিনিই নৃত্যাদি-সহকারে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ( পরবর্ত্তী ৯৪-১০২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ) বিশেষতঃ সেইদিন চন্দ্রগ্রহণও ছিল; তদুপলক্ষেও নবদ্বীপবাসী প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তন করিতেছিলেন; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-নামকীর্ত্তনের মধ্যেই প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে—তিনি শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

দু'একখানা গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের পরেই নিম্নলিখিত শ্লোক-দুইটী দৃষ্ট হয়:—"বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশকে যুগসম্ভবে। চতুর্দ্দশশতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষসমন্বিতে॥ ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে। রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটো ভবেৎ॥" অনুবাদ—বৈবস্বত-মনুর অষ্টাবিংশ যুগে চৌদ্দ শত সাত শতাব্দে রমণীয় ভাগীরথীতটে শচীগর্ভমহাসিন্ধুতে রাহুগ্রস্ত-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকট হইয়াছিলেন।

মনুর অধিকার-কালকে বলে মন্বন্তর; সপ্তম মনুর নাম বৈবস্বত-মনু; বর্ত্তমানে তাঁহারই অধিকার-কাল; তাই এখন বৈবস্বত-মন্বন্তরই প্রচলিত। এক একটী মন্বন্তরের মধ্যে একাত্তরটী চতুর্যুগ থাকে ( ১।৩।৫-৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। বর্ত্তমান বৈবস্বত-মন্বন্তরের এইরূপ সাতাইশটী চতুর্যুগ অতীত হইয়া অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব। শকাব্দার গণনায় ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি প্রকট হয়েন। সেদিন পূর্ণিমা ছিল, পূর্ণচন্দ্রও রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল। ভাগীরথী-তীরে শ্রীনবদ্বীপে শচীমাতার গর্ভে তাঁহার অবির্ভাব হয়।

অধিকাংশ গ্রন্থেই এই শ্লোক দুইটী দৃষ্ট হয়না বলিয়া আমরাও তাহা মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিলাম না।

**১৮-১৯। ফাল্গুন পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়**—ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথির সন্ধ্যা-সময়ে। **জন্মোদয়**—জন্মের উদয় অর্থাৎ জন্মলীলার আবির্ভাব। জন্মলীলার অভিনয়পূর্ব্বক আবির্ভাব। **হরি হরি**—প্রভুর আবির্ভাব-সময়ে কোনও এক অপূর্ব্ব আনন্দের প্রেরণায় সকলেই হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। **নাম জন্মাইয়া**—যখন প্রভুর আবির্ভাব হয়, তখন লোক সকল হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিল। এই হরিনাম-কীর্ত্তনও যেন প্রভুর ইঙ্গিতেই আরম্ভ হইয়াছিল; তাই বলা হইয়াছে—হরিনাম জন্মাইয়া ( লোকের মুখে কীর্ত্তন করাইয়া ) প্রভু নিজে জন্মগ্রহণ করিলেন।

**২০।** জন্ম-সময়ে প্রভু লোকের দ্বারা হরিনাম কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন; এইরূপ নানা ছলে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং যৌবন কালেও লোককে হরিনাম লওয়াইয়াছিলেন। লোককে হরিনাম লওয়াইবার জন্যই প্রভুর আবির্ভাব এবং সকল সময়েই তিনি তাহা করিয়াছেন।

**২১-২৩।** বাল্যকালে প্রভু কিরূপে লোককে হরিনাম লওয়াইয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে। শিশুকালে সকলেই কাঁদিয়া থাকে, প্রভুও কাঁদিতেন; কিন্তু কাঁদার সময়ে তাঁহার কাছে কেহ "হরি হরি" বলিলেই প্রভুর কান্না

বাল্য-বয়স যাবৎ হাথে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৪
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৫
পৌগণ্ড-বয়সে পঢ়েন, পঢ়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ ২৬
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা—কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য্য ॥ ২৭
যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থামিয়া যাইত; তাই তাঁহার কান্না দেখিলেই নারীগণ "হরি হরি" বলিতেন; আর তিনি হরিনামে আনন্দ পায়েন দেখিয়া—যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, তাঁহারাও "হরি হরি" বলিতেন। এইরূপে ক্রন্দনাদির ছলে প্রভু বাল্যকালে লোককে হরিনাম লওয়াইতেন।

প্রভুর বর্ণ ছিল গৌর; আর হরিনামে তিনি আনন্দ পাইতেন; তাই নারীগণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে "গৌরহরি" বলিতেন।

২৪-২৫। জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্য; বাল্য-বয়সের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষেই প্রভুর হাতে খড়ি দেওয়া হইল অর্থাৎ বিদ্যারম্ভ হইল। বাল্যের পরে দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড; দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রভু বিবাহ করেন নাই। পৌগণ্ডের পরে পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তাহার পরে যৌবন। **বিবাহ করিলে** ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায়, বিবাহের পরেই প্রভুর নবীন যৌবন আরম্ভ হয় (১।১৫।২ শ্লোকের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। যৌবনে প্রভু সর্ব্বত্রই নামকীর্ত্তন লওয়াইয়াছিলেন।

২৬-২৮। পৌগণ্ডে প্রভু কিরূপে লোককে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন।

পৌগণ্ড-বয়সে প্রভু নিজে পাঠ আরম্ভ করেন এবং পৌগণ্ডের মধ্যেই পাঠ শেষ করিয়া নিজে টোল করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। (১।১৬।২ পয়ার হইতে জানা যায়—পৌগণ্ডের অন্তে কৈশোরেই প্রভু শিষ্যগণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন)। তিনি ব্যাকরণ-শাস্ত্র পড়াইতেন—বিশেষ ভাবে তিনি কলাপব্যাকরণই পড়াইতেন। তাঁহার এমনই আশ্চর্য্য-শক্তি ছিল যে, ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্রের ব্যাখ্যাই তিনি শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত করিতেন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া শিষ্যগণও অনুভব করিত—সমস্ত সূত্রের তাৎপর্য্যই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ—এমনই প্রভুর আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল। **পাঁজি**—পঞ্জিকা; ইহা কলাপ-ব্যাকরণের একটী টীকার নাম। সূত্র, বৃত্তি প্রভৃতি ব্যাকরণের সংশ্রবে কয়েকটী বিষয়ের পারিভাষিক নাম। কি সূত্রের ব্যাখ্যায়, কি বৃত্তির ব্যাখ্যায়, কি পাঁজির ব্যাখ্যায়—সর্ব্বত্রই প্রভু তাঁহার ব্যাখ্যাকে শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত করিতেন; এইরূপ ব্যাখ্যা করার পর নিজেও নাম কীর্ত্তন করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণও করিতেন; পৌগণ্ডে প্রভু এইরূপেই লোককে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। (গয়া হইতে আসার পরেই মহাপ্রভু ব্যাকরণের সূত্রাদির কৃষ্ণ-তাৎপর্য্যপর অর্থ করিয়াছিলেন এবং তখনই ছাত্রগণকে লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্ব্বেই তাঁহার পৌগণ্ড অতীত হইয়াছিল। তবে শ্রীপাদ মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় শ্রীপাদ জগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্ধানের পূর্ব্বেই—প্রভুর পৌগণ্ড-বয়সেই—শ্রীনিমাই—গুরুগৃহে অধ্যয়ন কালে শিষ্যদিগকে পড়াইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "গুরোর্গৃহে বসন্ জিষ্ণু র্বেদান্ সর্ব্বানধীতবান্। পাঠয়ামাস শিষ্যান্ স সরস্বতীপতিঃ স্বয়ম্॥ ১।৮।১২॥" প্রভু যে টোলে পড়িতেন, সেই টোলের ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানে যাঁহারা প্রভুর শিষ্যস্থানীয় ছিলেন, তাঁহাদিগকেই সম্ভবতঃ মুরারি গুপ্ত এস্থলে প্রভুর শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ, প্রভু তখনও নিজে টোল করেন নাই। এ সমস্ত ছাত্রের নিকটে কোনও বিষয়ে ব্যাখ্যা করার সময়েই হয়ত প্রভু কখনও কৃষ্ণনামেতে নিজের ব্যাখ্যার পর্য্যবসান করিয়াছিলেন)।

কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য,—সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ২৯
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৩০
চব্বিশবৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে।
লওয়াইলা সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে ॥ ৩১
চব্বিশবৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস ॥ ৩২
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য গীত প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥ ৩৩
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ ৩৪
এই 'মধ্যলীলা' নাম—লীলা-মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ 'অন্ত্যলীলা' নাম ॥ ৩৫
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্য-গীত-রঙ্গে ॥ ৩৬
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**২৯-৩১।** কৈশোরে এবং যৌবনের ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রভু কি ভাবে লোককে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন। সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনরসে সকলকে আকৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। **লওয়াইলা** ইত্যাদি—সকলকে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইলেন এবং প্রেম গ্রহণ করাইলেন ( প্রেম দান করিলেন ) **কৃষ্ণ-প্রেম-নামে**—কৃষ্ণ-প্রেম ও কৃষ্ণনাম।

এ পর্য্যন্ত প্রভুর আদি-লীলার ক্রমানুবন্ধ বলা হইল।

**৩২-৩৪।** চব্বিশ বৎসর বয়সের পরে, অন্তর্ধানের সময় পর্য্যন্ত প্রভু কিরূপে লোককে হরিনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন, ৩২-৪১ পয়ারে। প্রসঙ্গক্রমে ৩২-৩৪ পয়ারে মধ্যলীলার এবং ৩৬-৪১ পয়ারে অন্ত্যলীলার ক্রমানুবন্ধ বলা হইয়াছে।

সন্ন্যাসাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারত, বাঙ্গালা-দেশ এবং পশ্চিমে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত নিজে যাইয়া এবং অবসর-সময়ে নীলাচলে থাকিয়া নিজে নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়া সর্ব্বসাধারণকে হরিনাম গ্রহণ করাইয়াছেন এবং কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন।

**৩৬-৩৭।** সন্ন্যাসাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের শেষ আঠার বৎসর প্রভু নীলাচলেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে ছিলেন; ইহার মধ্যে আবার প্রথম ছয় বৎসর ভক্তগণের সঙ্গে মিশিয়া নৃত্যগীতাদি করিতেন এবং তদুপলক্ষে লোক সকলকে প্রেমভক্তি গ্রহণ করাইতেন। শেষ বার-বৎসর সাধারণতঃ এইভাবে বাহিরে নৃত্যগীতাদি করিতেন না—নিরবচ্ছিন্ন-রাধা-ভাবের আবেশে প্রভু বিভোর থাকিতেন, রাধাভাবের আবেশে সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইত; তাই দিব্যোন্মাদজনিত প্রলাপাদিতেই তাঁহার দিন-রাত্রি অতিবাহিত হইত। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভক্তের অন্তরে ও বাহিরে কি কি অবস্থা আনয়ন করে—শেষ বার বৎসরের এ সমস্ত লীলাদ্বারা প্রভু তাহাই দেখাইলেন।

**প্রেমাবস্থা শিখাইলা** ইত্যাদি—প্রভুর অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণপ্রেমের যে সমস্ত অবস্থা প্রকটিত হইয়াছিল, জীবকে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই যে প্রভু সে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; মহাভাবের আবেশে প্রভু নিজে কৃষ্ণপ্রেমের অনন্ত বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছিলেন; তাহার ফলে আপনা-আপনিই প্রভুর অন্তরে ও বাহিরে প্রেমবিকার-সমূহ অভিব্যক্ত হইয়াছে—এ সমস্ত প্রভুর ইচ্ছাকৃত নহে, ইচ্ছা করিয়া কেহ এরূপ ( কূর্ম্মাকৃতি-ধারণ, হস্ত-পদাদির গ্রন্থিকে বিতস্তি-পরিমাণে শিথিলীকরণ ইত্যাদি ) করিতেও পারেনা। যাহা হউক, প্রেমের প্রভাবে আপনা-আপনিই যে সমস্ত অবস্থা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত দেখিয়াই আনুষঙ্গিক ভাবে লোক-সকল প্রেম-বিকারের প্রকার জানিতে পারিয়াছে।

রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ স্ফূরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন ॥ ৩৮
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ—প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥ ৩৯
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ-সহিত ॥ ৪০
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেমচেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ ৪১
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া ? ॥ ৪২
সূত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্রবদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৩
দামোদরস্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ ৪৪
সেই-অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ ৪৫
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥ ৪৬
গ্রন্থবিস্তারভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে-যে-স্থান।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ ৪৭
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥ ৪৮
আদিলীলার সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে, সম্যক্ না যায় লিখন ॥ ৪৯
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥ ৫০
আগে অবতারিলা যে-যে গুরু পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৮। **উন্মাদের চেষ্টা করে**—দিব্যোন্মাদগ্রস্ত শ্রীরাধার ন্যায় আচরণ করিতেন (শ্রীমহাপ্রভু)। **প্রলাপ বচন**—দিব্যোন্মাদজনিত প্রলাপ-বাক্য বলিতেন। ব্যর্থ আলাপের নাম প্রলাপ—ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ। উঃ নীঃ উদ্ভা, ৮৭ ॥

৩৯। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে, তাঁহার সংবাদ লইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়া শ্রীরাধিকাদি গোপ-সুন্দরীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতে দিব্যোন্মাদ-গ্রস্তা শ্রীরাধা যেরূপ প্রলাপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের শেষ দ্বাদশবর্ষে নীলাচলে রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভুও কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতে তদ্রূপই দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া তদ্রূপই প্রলাপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। উদ্ধবদর্শনে শ্রীরাধার প্রলাপোক্তি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভ্রমরগীতায়, (১০ম স্কন্ধ ৪৭ অধ্যায়ে) এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রলাপোক্তি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্য-লীলায় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, মধ্যলীলায়ও কিছু কিছু আছে।

**উদ্ধব-দর্শনে**—উদ্ধবের সাক্ষাতের পরে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-স্ফূর্ত্তিতে। **সেই মত উন্মাদ-প্রলাপ**—সেইরূপ (শ্রীরাধার ন্যায়) উন্মাদ এবং সেইরূপ প্রলাপ।

৪০। যখন কিছু বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইত, মহাপ্রভু তখন স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দের সহিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের পদসমূহ আস্বাদন করিতেন।

৪৪। মুরারিগুপ্ত প্রভুর আদিলীলা এবং স্বরূপ-দামোদর প্রভুর শেষলীলা তাঁহাদের কড়চায় সূত্রাকারে সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন।

৫০৫১। **কোন বাঞ্ছা**—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি ১।১।৬ শ্লোকোক্ত তিন বাঞ্ছা। **আগে**—প্রথমে, নিজের আবির্ভাবের পূর্ব্বে। **অবতারিলা**—অবতীর্ণ করাইলেন। **গুরুপরিবার**—গুরুবর্গ ও তাঁহাদের পরিকর। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার গুরুবর্গকে ও গুরুবর্গের পরিকরদিগকে অবতীর্ণ

শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী।
কেশবভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥ ৫২
অদ্বৈত-আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যনিধি বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥ ৫৩
শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণপ্রধান ॥ ৫৪
সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর—।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর ॥ ৫৫
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ ৫৬
জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী 'পুরন্দর'।
নন্দ-বসুদেব-রূপ সদ্গুণ-সাগর ॥ ৫৭
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা—নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী ॥ ৫৮
রাঢ়দেশে জনমিল ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥ ৫৯
অসংখ্য নিজভক্তের করাঞা অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬০
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে সর্ব্ববৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈতাচার্য্যস্থানে করেন গমন ॥ ৬১
গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্যগোসাঞি।
জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি ॥ ৬২
সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করাইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা লৌকিক-লীলা; লৌকিক জগতে পিতা-মাতাদি গুরুজনের জন্ম আগে হয়; তাই মহাপ্রভুও নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার পিতামাতাদি গুরুবর্গকে নিজে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই অবতীর্ণ করাইলেন।

গুরুবর্গের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিম্নের ৫২—৫৯ পয়ারে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে।

৫২-৫৩। **শ্রীশচী-জগন্নাথ**—শ্রীশচীমাতা ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র; ইঁহাদের আবির্ভাবের কথা ৫৬-৫৮ পয়ারে বলা হইয়াছে। **শ্রীমাধবপুরী**—লৌকিক লীলায় প্রভুর পরমগুরু। **কেশবভারতী**—লৌকিক লীলায় প্রভুর সন্ন্যাসের গুরু। **শ্রীঈশ্বর-পুরী**—লৌকিক লীলায় প্রভুর দীক্ষাগুরু।

৫৪-৫৬। শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের আবির্ভাব হয়; উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র ছিলেন—(১) কংসারি, (২) পরমানন্দ, (৩) পদ্মনাভ, (৪) সর্ব্বেশ্বর, (৫) জগন্নাথ, (৬) জনার্দ্দন ও (৭) ত্রৈলোক্যনাথ। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে নবদ্বীপে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; এই জগন্নাথ-মিশ্রই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতা এবং শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র হইলেন তাঁহার পিতামহ। **সপ্তঋষি**—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজনকে সপ্তর্ষি বলে। উপেন্দ্রমিশ্রের কংসারি-আদি সাত পুত্র মরীচি-আদি সপ্ত ঋষির তুল্য ছিলেন। **গঙ্গাবাস**—গঙ্গাতীরে বাস।

৫৭। **পদবী**—উপাধি। জগন্নাথ-মিশ্রের একটা উপাধি ছিল "পুরন্দর"; পুরন্দর অর্থ ইন্দ্র, প্রধান। **নন্দবসুদেব** ইত্যাদি—জগন্নাথমিশ্র নন্দ ও বসুদেবের ন্যায় অশেষ সদ্গুণের আধার ছিলেন। দ্বাপর-লীলার শ্রীনন্দ-মহারাজই শ্রীজগন্নাথ মিশ্র রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীবসুদেবও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রে প্রবেশ করিয়াছেন।

৫৮। **তাঁর পত্নী**—শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পত্নী। শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পত্নীর নাম শ্রীশচীদেবী; ইনি শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা। দ্বাপর-লীলার শ্রীযশোদা-মাতাই শ্রীশচীদেবীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং শ্রীদেবকীদেবীও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

৫৯। **রাঢ় দেশে**—রাঢ় দেশের একচাকা গ্রামে; বর্ত্তমান বীরভূম জিলায়।

৬১-৬৩। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সভাতেই তৎকালীন নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া ভগবৎ-কথাদির আলোচনা করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যও গীতা-ভাগবতাদির ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও কর্ম্ম

তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা নামসংকীর্ত্তন ॥ ৬৪
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।
বিষয়নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুখ ॥ ৬৫
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন—।
কেমতে এ-সব লোকের হইবে তারণ ? ॥ ৬৬
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার।
তবে সে সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৭
কৃষ্ণাবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া ॥ ৬৮
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬৯
জগন্নাথমিশ্রপত্নী-শচীর উদরে।
অষ্টকন্যা ক্রমে হৈল—জন্মি জন্মি মরে ॥ ৭০
অপত্যবিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ। ৭১
তবে পুত্র উপজিলা বিশ্বরূপ-নাম।
মহাগুণবান্ তেঁহো বলদেবধাম ॥ ৭২
বলদেব প্রকাশ—পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তেঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ ॥ ৭৩
তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর।
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যাতেও কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বিধান করিতেন।

৬৫-৬৭। সেই সময়ের সাধারণ লোক সকল প্রায় সকলেই বিষয়ে আসক্ত হইয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল; ইহা দেখিয়া বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত দুঃখ হইল; কিরূপে এই সকল লোক উদ্ধার পাইতে পারে, কিরূপে তাহাদের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে—যদি শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া ভক্তির প্রচার করেন, তাহা হইলেই এসকল লোকের উদ্ধার হইতে পারে।

উক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, তৎকালীন ধর্ম্ম-জগতের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারাই তাহার সংস্কার সম্ভবপর ছিল বলিয়া তৎকালীন বৈষ্ণবগণ মনে করেন নাই।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের সূচনা বর্ণিত হইল। স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন রসাস্বাদনাদি তাঁহার নিজের কার্য্যের জন্য; কিন্তু যখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তখন জগতের দিক দিয়াও তাঁহার অবতরণের একটা বিশেষ প্রয়োজন থাকে। রসাস্বাদনাদি-স্বকার্য্য-সাধনের আনুষঙ্গিক ভাবেই জগতের সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের পক্ষে জগতের কি প্রয়োজন ছিল, তাহাই এস্থলে বলা হইল—তখন ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি হইয়াছিল; ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত তাঁহার অবতরণের প্রয়োজন হইয়াছিল।

৬৮-৬৯। বৈষ্ণবগণ যখন স্থির করিলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া ভক্তির প্রচার করিলেই জগতের উদ্ধার হইতে পারে, তখন অদ্বৈতাচার্য্যও প্রতিজ্ঞা করিলেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিলেন (১।৩।৮০—৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এবং সপ্রেম হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে শচীমাতার গর্ভে আবির্ভূত হইলেন।

৭০-৭৪। শচীমাতার গর্ভে ক্রমশঃ আট কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আট কন্যাই জন্মিবার পরে দেহ ত্যাগ করিলেন; তাঁহাদের বিরহে শ্রীশচী-জগন্নাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পুত্র-প্রাপ্তির আশায় তাঁহারা বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদের এক পুত্র জন্মিলেন—তাঁহার নাম রাখা হইল বিশ্বরূপ। তিনি ছিলেন শ্রীসঙ্কর্ষণের আবির্ভাব-বিশেষ। এই সঙ্কর্ষণেরই বিলাসমূর্ত্তি হইলেন পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণ এবং এই সঙ্কর্ষণই

তথাহি ( ভাঃ—১০।১৫।৩৫— )
নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিশ্বং ওতং অগ্রতন্তুষু পট ইব গ্রথিতঃ প্রোতং তির্য্যকৃতন্তুষু পটবদেব গ্রথিতং সর্ব্বতোঽনুস্যূতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলেন বিশ্বের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ ( পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ), অর্থাৎ সঙ্কর্ষণই স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নিজে অবিকৃত থাকিয়া বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা যায় এবং শচীতনয় বিশ্বরূপও সেই সঙ্কর্ষণেরই আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া তাঁহার বিশ্বরূপ-নাম সার্থকই হইয়াছে।

**ধাম**—দেহ, প্রভাব, রশ্মি ( শব্দকল্পদ্রুম ); আশ্রয়। **বলদেবধাম**—বলদেবের দেহ; বলদেবেরই এক দেহ বা অংশরূপ দেহ অর্থাৎ বলদেবের অংশ। ধাম-শব্দের প্রভাব বা রশ্মি অর্থ ধরিলেও বলদেব-ধাম শব্দে বলদেবের অংশ বুঝাইতে পারে ( সূর্য্যের রশ্মিকে যেমন সূর্য্যের অংশ বলা যায়, তদ্রূপ ) অথবা, বলদেবই হইলেন অংশীরূপে ধাম ( বা আশ্রয় ) যাঁহার, তিনি বলদেবধাম বা বলদেবের অংশ। শ্রীবিশ্বরূপ হইলেন শ্রীবলদেবের অংশ। **বলদেব-প্রকাশ**—শ্রীবলদেবের প্রকাশ অর্থাৎ বিলাসরূপ আবির্ভাব; বলদেবের বিলাসমূর্ত্তি। **পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ**—পরব্যোমের চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত যে সঙ্কর্ষণ আছেন, তিনি হইলেন বলদেবের বিলাসমূর্ত্তি এবং তিনিই সমস্ত বিশ্বের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ ( পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। **উপাদান-কারণ**—যদ্দ্বারা কোনও বস্তু তৈয়ার করা হয়, তাহাকে ঐ বস্তুর উপাদান-কারণ বলে; যেমন মৃণ্ময় ঘটের উপাদান-কারণ হইল মাটী। **নিমিত্ত কারণ**—যে ব্যক্তি কোনও বস্তু তৈয়ার করে, তাহাকে বলে ঐ জিনিষের নিমিত্ত-কারণ; যেমন, ঘটের নিমিত্ত-কারণ হইল কুম্ভকার। কারণার্ণবশায়িরূপে এই জগতের উপাদানও সঙ্কর্ষণ এবং কর্ত্তাও সঙ্কর্ষণ। **তাঁহা বিনা**—সেই সঙ্কর্ষণ ব্যতীত। জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তের উপাদানই সঙ্কর্ষণ; বিশ্বে এমন কিছু নাই, যাহা সঙ্কর্ষণের অতীত; সঙ্কর্ষণই এই বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া সঙ্কর্ষণকে "বিশ্বরূপ" বলা যায়। শচীগর্ভে যে বিশ্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছেন, তত্ত্বতঃ তিনিও সঙ্কর্ষণ। **অতএব** ইত্যাদি—সঙ্কর্ষণকে বিশ্বরূপ বলা যায় বলিয়া এবং সঙ্কর্ষণই শচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া শচীসুতের "বিশ্বরূপ" নাম সার্থকই হইয়াছে।

সঙ্কর্ষণ ব্যতীত জগতে যে আর কিছু নাই, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

**শ্লো। ৩। অন্বয়।** অঙ্গ ( হে অঙ্গ )! তন্তুষু ( সূত্রসমূহে ) পটঃ ( বস্ত্র ) যথা ( যেরূপ ), [ তথা ] ( সেইরূপ ) [ যস্মিন্ ] ( যাঁহাতে ) ইদং ( এই ) বিশ্বং ( বিশ্ব ) ওতং ( ঊর্দ্ধতন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় গ্রথিত ) প্রোতং ( তির্য্যক্-তন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় গ্রথিত ), [ তস্মিন্ ] ( তাঁহাতে-সেই ) জগদীশ্বরে ( জগদীশ্বর ) ভগবতি ( ভগবান্ ) অনন্তেহি ( অনন্তে—শ্রীবলদেবে ) এতৎ ( ইহা ) চিত্রং ন ( বিচিত্র নহে )।

**অনুবাদ।** শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন "হে মহারাজ! তন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় যাঁহাতে এই বিশ্ব ওত-প্রোতভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, সেই জগদীশ্বর ভগবান্ অনন্তে ইহা বিচিত্র নহে।" ৩

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, কাপড়ের দুই দিকে সূতা থাকে—দৈর্ঘ্যের দিকে এবং প্রস্থের দিকে; দৈর্ঘ্যের দিকের সূতার সঙ্গে প্রস্থের দিকের সূতা গ্রথিত বা আবদ্ধ এবং প্রস্থের দিকের সূতার সঙ্গে দৈর্ঘ্যের দিকের সূতাও

অতএব প্রভুর তেঁহো হৈল বড় ভাই।
কৃষ্ণ-বলরাম দুই—চৈতন্য-নিতাই ॥ ৭৫
পুত্র পাঞা দম্পতী হৈলা আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥ ৭৬
চৌদ্দশত ছয়-শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গ্রথিত বা আবদ্ধ; এইরূপই দৈর্ঘ্যের দিকের স্থতার সহিত গ্রথিত হওয়াকে বলে **ওত** এবং প্রস্থের দিকের স্থতার সহিত গ্রথিত হওয়াকে বলে **প্রোত**; কাপড় স্থতাতে ওতপ্রোত, কাপড়ের সর্ব্বত্রই স্থতা, স্থতা ব্যতীত কাপড়ে অন্য কিছুই নাই। তদ্রূপ এই বিশ্বও ভগবান্ অনন্তদেবে ( শ্রীবলদেবে ) ওতপ্রোত—বিশ্বের দৈর্ঘ্যের দিকেও তিনি, প্রস্থের দিকেও তিনি, শ্রীবলদেব ব্যতীত বিশ্বের কোথাও অন্য কিছু নাই। এতাদৃশ যে শ্রীবলদেব, তাঁহার পক্ষে **এতৎ**—ইহা, ধেনুকাস্থরের গর্দ্দভ-দেহের আঘাতে সমস্ত তালবনকে কম্পিত করা। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব সমস্ত রাখালগণকে লইয়া গোচারণ-উপলক্ষে তালবনের নিকটে গিয়াছিলেন। পাকা-তালের গন্ধে প্রলুব্ধ হইয়া রাখালগণ তাল খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সকলে তালবনে গেলেন এবং বলদেব দুই হাতে তালগাছ ধরিয়া ঝাকানি দিয়া দিয়া তাল পাড়িতে লাগিলেন। তাল পড়ার শব্দ পাইয়া কংসপ্রেরিত গর্দ্দভাকৃতি ধেনুকাস্থর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলদেবকে আক্রমণ করিল; বলদেবও তাহার পশ্চাতের দুই পা ধরিয়া তাহাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া একটা তালগাছের উপরে ছুড়িয়া ফেলিলেন; তাহার ফলে সেই তালগাছটী পড়িয়া গেল, তাহার ধাক্কা লাগিয়া আর একটী তালগাছ, তাহার ধাক্কায় আবার আর একটি—এই রূপে সমস্ত তালবনই প্রকম্পিত হইয়া গেল। যাহা হউক, একটা গর্দ্দভকে দুই পা ধরিয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া দূরে নিক্ষেপ করা এবং তাহার আঘাতে তালগাছ পড়িয়া যাওয়া এবং সমস্ত তালবন প্রকম্পিত হওয়া একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার—সন্দেহ নাই; তাই এস্থলে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হাঁ, ইহা অপরের পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার বটে, এমন কি অসম্ভবও হইতে পারে; কিন্তু যাঁহাতে সমস্ত বিশ্ব ওত-প্রোতভাবে অনুস্যূত, যিনি সমস্ত বিশ্বকেই ধারণ করিয়া আছেন, যিনি স্বরূপে অনন্ত, যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এবং যিনি অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্, সেই শ্রীবলদেবের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য-ব্যাপার কিছুই নহে।"

"তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নাহি আর"—এই ৭৪ পয়ারের উক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭৫। ৭২ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। **অতএব**—বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের এক স্বরূপ ( সঙ্কর্ষণরূপী স্বরূপ ) বলিয়া এবং দ্বাপর-লীলায় শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই ছিলেন বলিয়া। **তেঁহো**—বিশ্বরূপ। **বড়ভাই**—শ্রীচৈতন্যের বড় ভাই। বড়ভাই বলিয়া গুরুবর্গেয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে শ্রীবিশ্বরূপের আবির্ভাব হইল। বিশ্বরূপ কেন বড়ভাই হইলেন, তাহা বলিতেছেন; **কৃষ্ণ-বলরাম দুই** ইত্যাদি—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দ এবং যেহেতু শ্রীবিশ্বরূপ হইলেন শ্রীনিত্যানন্দেরই অংশ ( গৌরগণোদ্দেশ, ৬২ ) এবং শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন শ্রীচৈতন্যের বড়ভাই, ( তাই, শ্রীনিত্যানন্দাংশ বিশ্বরূপও হইলেন শ্রীচৈতন্যের বড়ভাই )।

৭৬। **পুত্র পাঞা**—বিশ্বরূপকে পাইয়া। **দম্পতী**—স্বামী-স্ত্রী; শ্রীশচী ও শ্রীজগন্নাথ।

৭৭। বিশ্বরূপের আবির্ভাবের কথা বলিয়া এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন।

১৪০৬ শকের মাঘ মাসে শ্রীশচী দেবী ও শ্রীজগন্নাথমিশ্রের দেহে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন; কিরূপে প্রকাশিত হইলেন, তাহা ৭৮-৮৫ পয়ারে বলিতেছেন। **শেষ মাঘ মাসে**—মাঘ মাসের শেষ ভাগে।

মিশ্র কহে শচীস্থানে দেখি আন রীত। ৭৮
জ্যোতির্ম্ময় দেহে গেহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ॥ ৭৯
যাঁহা তাঁহা সব লোক করেন সম্মান। ৮০
ঘরেতে পাঠায়্যা দেন বস্ত্র ধন ধান ॥ ৮১
শচী কহে—মুঞি দেখোঁ আকাশ উপরে। ৮২
দিব্যমূর্ত্তি লোক সব যেন স্তুতি করে ॥ ৮৩

জগন্নাথমিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮৪
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥ ৮৫
এত বলি দোঁহে রহে হরষিত হঞা।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥ ৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**৭৮-৮৬।** ১৪০৬ শকের মাঘ মাসের পরে শ্রীশচীমাতার গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল; এদিকে, তাঁহার দেহেও অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখা যাইতে লাগিল এবং আরও অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এসমস্ত লক্ষ্য করিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহাশয় একদিন শ্রীশচীদেবীকে বলিলেন "দেখ, কি সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাইতেছে; তোমার দেহও খুব জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে; বুঝিবা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই জ্যোতির্ম্ময় দেহে তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। এদিকে আবার আরও অদ্ভুত ব্যাপার—যেখানেই যাই, সেখানেই দেখি, সমস্ত লোকে আমাকে সম্মান করে; আর, কাহারও কাছে না চাহিলেও টাকা পয়সা, কাপড়, ধান চাউল আদি লোকে আপনা হইতেই আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেছে।" মিশ্রঠাকুরের কথা শুনিয়া শ্রীশচীদেবীও বলিলেন—"আমিও যত সব অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতেছি; যখন আকাশের দিকে তাকাই, তখন যেন সেখানে বহু লোক দেখিতে পাই, তাঁহাদের সকলেরই জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তি; আর দেখি, তাঁহারা সকলেই যেন আমাকে স্তুতি করিতেছেন।" শচীদেবীর কথা শুনিয়া মিশ্রবর আবার বলিলেন—"দেখ, আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্নও দেখিয়াছি। দেখিলাম—আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন একটা জ্যোতির্ম্ময় বস্তু প্রবেশ করিল এবং তাহা আবার আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। এদিকে তো এ সব অদ্ভুত ব্যাপার; তোমারও আবার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে; তাহাতে আমার মনে হইতেছে—তোমার গর্ভে যেন কোনও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন।" উভয়েরই এইরূপ প্রতীতি জন্মিল; তাহাতে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না; দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহারা শ্রীশালগ্রামের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

**আনরীত**—অদ্ভুত ব্যাপার। **গেহে**—গৃহে। **জ্যোতির্ম্ময় দেহে** ইত্যাদি—লক্ষ্মীদেবী জ্যোতির্ম্ময় দেহে (জ্যোতিঃরূপে) তোমার দেহকে আশ্রয় করিয়া আমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। **যাঁহা তাঁহা** ইত্যাদি—অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রভাবে সকলে সম্মানাদি করে। **দিব্যমূর্ত্তি**—অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় দেহ-বিশিষ্ট দেবতাদি। **স্তুতি করে**—স্তব করে; শচীগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করে। "মহাতেজ-মূর্ত্তি হইলেন দুইজনে। তথাপিহ লখিতে না পারে অন্যজনে ॥ অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া। ব্রহ্মাশিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া ॥ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, আদি, ২য় অধ্যায়।" **জ্যোতির্ম্ময় ধাম**—জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি; জ্যোতির্ম্ময় বস্তুবিশেষ। জন্মলীলা-প্রকটনের পূর্ব্বে ভগবান্ কিরূপে মাতার গর্ভে আবির্ভূত হয়েন এবং কিরূপেই বা মাতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, ৮৪-৮৫ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

**আমার হৃদয় হৈতে** ইত্যাদি—সেই জ্যোতির্ম্ময় বস্তু আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল।

মানুষের যেমন মাতা-পিতা আছে, নরলীল-স্বয়ং-ভগবানের অপ্রকটলীলাতেও তাঁহার মাতা-পিতার অভিমান-পোষণকারী পরিকর আছেন; তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভগবানের পিতা-মাতা এবং ভগবান্‌ও মনে করেন—তাঁহারা তাঁহার মাতাপিতা। ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার নরলীলা প্রকটিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন—তৎকালীন সাধারণ

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে, মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ ৮৭
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলা গণিয়া—।
এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা ॥ ৮৮

চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী-সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥ ৮৯
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্বসুলক্ষণ ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোকের মনে—তিনিও যে মানুষ—এইরূপ একটা প্রতীতি জন্মাইতে হয়; নচেৎ নরলীলা সিদ্ধ হয় না; আবার মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে মাতৃগর্ভেও জন্ম হওয়ার প্রয়োজন; কারণ, মানুষমাত্রেরই জন্ম হয়। তাই নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-কালেও তাঁহার মাতা-পিতা থাকার দরকার এবং তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে মাতার দেহেও গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া দরকার। তাই অপ্রকটে যাঁহারা তাঁহার মাতা-পিতা, ব্রহ্মাণ্ডে নিজের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ভগবান্ তাঁহাদিগকে পৃথক্ ভাবে প্রকটিত করান এবং পরে বিবাহানুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মিলিত করান। নিজের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভগবান্ প্রথমতঃ জ্যোতিঃরূপে, অথবা যেইরূপে তিনি প্রকটিত হইবেন সেইরূপে—স্বপ্নাদিযোগে পিতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন; তারপর, পিতার হৃদয় হইতে স্বয়ংই মাতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন (যেমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ে হইয়াছিল); অথবা, পিতা স্বীয় হৃদয়ে জ্যোতিঃরূপ-প্রবেশাদির কথা মাতার নিকটে প্রকাশ করিলে তদুপলক্ষে শ্রীভগবান্ মাতার হৃদয়েও আবির্ভূত হয়েন (যেমন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ে হইয়াছিল। শ্রীভাগবত ১০।২।১১-১৩ শ্লোক)। তখন হইতেই মাতার দেহে প্রাকৃত মাতার ন্যায় গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু পার্থক্য এই যে—প্রাকৃত রমণীর গর্ভসঞ্চার হইল শুক্র-শোণিতের সংযোগের ফল, কিন্তু যিনি ভগবানের মাতা, তিনি শুদ্ধসত্ত্বময়ী, শুক্র-শোণিতের সংযোগে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয় না—ভগবান্ নিজেই তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া—মাতার চিত্তে স্বীয় গর্ভে সন্তানোৎপত্তির প্রতীতি জন্মাইয়া দিয়া তাঁহার দেহে গর্ভবতীর লক্ষণ প্রকটিত করেন। তারপর যথাসময়ে মাতার দেহে প্রসব-বেদনার এবং প্রসবের লক্ষণ প্রকটিত করাইয়া সদ্যোজাত শিশুরূপে ভগবান্ নিজে আবির্ভূত হয়েন; তারপরে নরশিশুর ন্যায় তিনিও যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছেন—এইরূপ লীলা প্রকটিত করেন।

৮৪-৮৫ পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জ্যোতিঃরূপে প্রথমে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাহার পরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের হৃদয় হইতে শ্রীশচীদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করেন, (ইহা শচীমাতাও প্রথমে জানিতে পারেন নাই); তখন হইতেই শচীমাতার দেহে গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং ৮৩ পয়ার হইতে বুঝা যায়, তখন হইতেই অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেবগণ গর্ভস্থ ভগবান্‌কে স্তুতি করিতে থাকেন এবং তখন হইতেই শচীমাতার দেহও অপূর্ব্ব জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় দেখা যাইতে আরম্ভ করিল; তাহা দেখিয়াই হয়তো মিশ্রঠাকুরের স্বপ্নের কথা মনে পড়িল এবং শচীমাতার নিকটে তাহা প্রকাশ করিতে প্রলুব্ধ হইলেন।

**৮৭-৮৮।** সাধারণতঃ গর্ভসঞ্চারের দশম মাসেই সন্তানের জন্ম হয়; কিন্তু শচীমাতার দেহে গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পর হইতে (যে তারিখে স্বীয় হৃদয় হইতে শচীদেবীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ প্রবেশ করিলেন বলিয়া মিশ্র ঠাকুর স্বপ্ন দেখিলেন, সেই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া) ত্রয়োদশ (তের) মাস সময় অতীত হইয়া গেল; তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া মিশ্রঠাকুর অত্যন্ত ভীত হইলেন; কিন্তু শচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী খুব ভাল জ্যোতিষী ছিলেন; তিনি গণিয়া বলিলেন,—চিন্তার কারণ নাই, এই ফাল্গুন মাসেই পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে।

**এই মাসে**—ত্রয়োদশ মাসে; ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে।

**৮৯-৯০।** ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে (দোল-পূর্ণিমার দিনে) সন্ধ্যা-সময়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

'অকলঙ্ক' গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ? ॥ ৯১
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ৯২
জগৎ-ভরিয়া লোক বোলে 'হরিহরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি ॥ ৯৩
প্রসন্ন হইল সর্ব্বজগতের মন।
'হরি' বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ ৯৪
'হরি' বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতুহলী ॥ ৯৫
প্রসন্ন হৈল দশদিগ্, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাতৃগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন ; তাঁহার আবির্ভাব-সময়ে সিংহলগ্ন ছিল, সমস্ত গ্রহগণ উচ্চ স্থানে ছিল এবং ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গাদি জ্যোতিষিক শুভ লক্ষণ-সমূহও বিদ্যমান ছিল। জন্মনক্ষত্রানুসারে তাঁহার রাশি ছিল সিংহরাশি।

উচ্চ গ্রহ, ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ প্রভৃতি জ্যোতিষের পারিভাষিক শব্দ ; এসমস্ত দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির কোনও বিশেষ ভাবের অবস্থান বুঝায় ; গ্রহাদির এরূপ অবস্থান-সময়ে যাঁহার জন্ম হয়, তিনি সমস্ত সুলক্ষণে লক্ষণান্বিত হয়েন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মের মাস, তিথি এবং শকাব্দাই ৮৯ পয়ারে পাওয়া যায় ; কিন্তু ফাল্গুন-মাসের কোন্ তারিখে কি বারে তিনি জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না ; তারিখাদি নির্ণয়ের নিমিত্ত অধুনা কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। জ্যোতিষের গণনায় তাহা অসম্ভবও নহে। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ-মাসের প্রবাসী-নামক মাসিক-পত্রিকায় শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় "কবি-শকাঙ্ক"-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন —"১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল। সে রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল।" এই প্রসঙ্গে পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন "উক্ত (১৪০৭) শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার। পূর্ণিমা নবদ্বীপে প্রায় ৪০ দণ্ড। দিবামান ২৯ দণ্ড। রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল। গ্রাস প্রায় ১১ অঙ্গুলি।" এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে বুঝা যায়, ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন শনিবারে শ্রীমন্ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৯১—৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ভূমিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়-সম্বন্ধে জ্যোতিষিক গণনা দ্রষ্টব্য।

**৯১-৯৩।** মহাপ্রভুর-আবির্ভাবের দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল—চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়াছিল ; তাই গ্রন্থকার কবির ভাষায় বলিতেছেন—"আমাদের আকাশের চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র হইলেও তাহাতে কলঙ্ক আছে ; কিন্তু ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যিনি আবির্ভূত হইলেন, সেই গৌরসুন্দরও চন্দ্রের ন্যায়—এমন কি চন্দ্র অপেক্ষাও বেশী সুন্দর ; চন্দ্র যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে, তিনিও পরে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহাকেও চন্দ্র বলা যায়। আকাশের চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, আমাদের গৌরচন্দ্রে কিন্তু কোনও কলঙ্কই নাই। এই অকলঙ্ক-গৌরচন্দ্রের উদয় দেখিয়াই বুঝিবা—সকলঙ্ক আকাশের চন্দ্রের আর কোনও প্রয়োজন নাই মনে করিয়া রাহু তাহাকে গ্রাস করিয়াছে।" যাহা হউক, গ্রহণোপলক্ষে—গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন ; এই সঙ্কীর্ত্তনের সময়েই শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। ৯১ পয়ার হইতে বুঝা যায়, প্রভুর আবির্ভাবের পরেই চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ৯৮-৯৯ ত্রিপদী হইতেও বুঝা যায়, চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে শ্রীঅদ্বৈতাদি আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন। ৮৯ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিমত হইতে জানা যায়, রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় গ্রহণারম্ভ ; আর ৮৯ পয়ার হইতে জানা যায়, সন্ধ্যা-সময়েই প্রভুর আবির্ভাব। ইহা হইতে বুঝা যায়, গ্রহণ-আরম্ভের পূর্ব্বেই সন্ধ্যা-সময়ে প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল।

**গৌরকৃষ্ণ**—গৌররূপ কৃষ্ণ ; গৌরচন্দ্ররূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। **ভূমি অবতরি**—পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।

**৯৪-৯৬।** স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু আনন্দ-স্বরূপ ; সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ

যথারাগঃ।

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥ ৯৭

সেই কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহো নাহি জানে॥ ৯৮

দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানাদান॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হওয়ায় জগদ্বাসী সকলেই—হিন্দু মুসলমান, পুরুষ স্ত্রী, বালক বৃদ্ধ সকলের চিত্তই—আপনা-আপনি আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ কেন তাহাদের মন এরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহা হয়তো সকলে জানে না; কিন্তু তাহাদের চিত্তের প্রফুল্লতা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। পুরুষেরা নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকেরা "হরি হরি" বলিয়া হুলুধ্বনি করিতে লাগিল; আর যাহারা হিন্দু নহে—যবন—তাহারাও রঙ্গচ্ছলে "হরি হরি" বলিয়া হিন্দুকে ঠাট্টা করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। নানাভাবে প্রফুল্লতার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ-নারী—সকলের মুখে হরিনামও প্রকাশ পাইতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তন-নাটুয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মুখে শ্রীনামেরও আবির্ভাব হইল। এইতো গেল এই মর্ত্ত্য জগতের কথা; ওদিকে আবার স্বর্গেও দেবতাগণ আনন্দের স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন—তাঁহারাও আনন্দের উচ্ছ্বাসে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি—তরু, গুল্ম, লতাদি—স্থাবর-জঙ্গম সকলের মধ্যেই অকস্মাৎ আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল; নদীর জলও অকস্মাৎ যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল; বস্তুতঃ দশদিকে যেন একটা প্রসন্নতার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

৯৭। **নদীয়া-উদয়গিরি**—শ্রীনবদ্বীপরূপ উদয়-পর্ব্বতে। পূর্ব্বদিক্-সীমান্তে যেখানে চন্দ্রের বা সূর্য্যের উদয় দৃষ্ট হয়, প্রাচীনগণ মনে করিতেন, সেখানে একটী পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতেই চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হয়। এজন্য ঐ পর্ব্বতকে উদয়গিরি (গিরি=পর্ব্বত) বলা হইত। এস্থলে নদীয়ায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হওয়ায় এবং গৌরসুন্দরকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করায় নদীয়াকে উদয়গিরির সঙ্গে তুলনা করিয়া নদীয়া-উদয়গিরি বলা হইয়াছে। **পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি**—গৌরহরিরূপ পূর্ণচন্দ্র। **পাপ-তমো**—পাপরূপ অন্ধকার। চন্দ্রের সহিত গৌরহরির ক্রিয়াসাম্য দেখান হইতেছে। চন্দ্রের উদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়, গৌরহরির আবির্ভাবেও জগতের পাপরাশি দূরীভূত হইয়াছিল। **ত্রিজগতের উল্লাস**—চন্দ্রের উদয়ে লোক যেমন আনন্দিত হয়, গৌরহরির আবির্ভাবেও ত্রিজগৎ-বাসী সকলে উল্লসিত হইয়াছিল। **জগভরি হরিধ্বনি**—ব্রহ্মাণ্ডবাসীর অন্তরস্থিত উল্লাস হরি-হরি-ধ্বনিরূপে বাহিরে প্রকাশিত হইল। প্রভুর আবির্ভাবের ফলেই লোকে তখন হরিধ্বনি করিতেছিল।

৯৮। **সেই কালে**—প্রভুর আবির্ভাব-সময়ে। মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন নিজের গৃহে; শ্রীপাদ হরিদাস ঠাকুরও সেখানে ছিলেন; প্রভুর আবির্ভাবের কথা কেহ তখনও শুনেন নাই; তথাপি কিন্তু অন্তরে উদ্ভূত কি এক আনন্দের প্রেরণায় হরিদাস-ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঅদ্বৈত সপ্রেম হুঙ্কার করিতে করিতে আনন্দিত চিত্তে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেন তাঁহারা এরূপ করিতেছেন, তাহা কেহ জানিতেন না।

৯৯। **উপরাগ**—গ্রহণ। **উপরাগ-হাসি**—গ্রহণের হাসি; চন্দ্রগ্রহণের আরম্ভ। কোন কোন গ্রন্থে "উপরাগ রাশি" পাঠও আছে; অর্থ একই।

অন্বয়:—উপরাগহাসি দেখিয়া শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসিয়া আনন্দে গঙ্গাস্নান করিলেন।

জগৎ আনন্দময়, দেখি মন সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস—।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥ ১০০

আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসঙ্কীর্ত্তন,
নানাদান কৈল মনোবলে ॥ ১০১

এইমত ভক্তততি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ১০২

ব্রাহ্মণ সজ্জন-নারী, নানাদ্রব্য থালী ভরি,
আইলা সভে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণা দ্যুতি, দেখি বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অথবা, উপরাগ ও হাসিকে পৃথক্ ভাবে রাখিয়া এরূপ অন্বয়ও করা যায় :—উপরাগ দেখিয়া হাসিয়া গঙ্গাঘাটে আসিয়া ইত্যাদি।

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীহরিদাস আনন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন ; হঠাৎ আকাশের দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় যখনই দেখিলেন যে চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে, তখনই উভয়ে গঙ্গার ঘাটে যাইয়া আনন্দে গঙ্গাস্নান করিলেন। (গ্রহণের আরম্ভে ও অন্তে স্নানের বিধি প্রচলিত আছে।)

**পাঞা উপরাগ ছলে** ইত্যাদি—গ্রহণের ছল পাইয়া শ্রীঅদ্বৈত মনের আনন্দে ব্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিলেন। (গ্রহণের সময় সৎপাত্রে দান করার প্রথাও প্রচলিত আছে)। এসমস্তই শ্রীঅদ্বৈতের আনন্দের অভিব্যক্তি।

১০০। **ঠারে ঠোরে**—ইঙ্গিতে। **পরসন্ন**—প্রসন্ন। **ভাস**—আভাস, ইঙ্গিত।

সকলের মধ্যেই একটা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল দেখিয়া হরিদাস-ঠাকুর বিস্মিত হইলেন, তিনি ভাবিলেন, কেন এরূপ হইতেছে? কেন সকলে এত আনন্দিত? আরো তো কতবার গ্রহণ হইয়াছে, তদুপলক্ষে আরো কতবার লোকে গঙ্গাস্নানাদি করিয়াছে ; কিন্তু এরূপ অবাধ আনন্দ তো কখনও দেখি নাই। এবার এসময় বুঝি কোনও একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার প্রভাবে সমস্ত জগতে আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে ; তবে কি শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনার ধন আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল?" এরূপ ভাবিয়াই বোধ হয় শ্রীহরিদাস শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে ইঙ্গিতে বলিলেন—"তুমিও এসব রঙ্গ করিতেছ, নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছ, হুঙ্কার করিতেছ, আবার আনন্দের আতিশয্যে ব্রাহ্মণকেও দান করিতেছ ; এদিকে আমার মনও অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পশ্চাতে কিছু গূঢ় রহস্য আছে বলিয়াই মনে হইতেছে।" ইঙ্গিতে জানাইলেন—"তবে কি তোমার আরাধনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন? নচেৎ এত আনন্দ কোথা হইতে আসিবে?"

১০১। **আচার্য্যরত্ন**—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং শ্রীবাস পণ্ডিতও চিত্তস্থিত আনন্দের প্রেরণায় যাইয়া গঙ্গাস্নান করিলেন এবং নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়া সৎপাত্রে নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন।

১০২। **ভক্ততিতি**—ভক্তসমূহ। কেবল নবদ্বীপে নহে, যে দেশে যে ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সকলের চিত্তেই একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল ; তাহার ফলে সকলেই নৃত্যাদির সহিত নামসঙ্কীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন এবং গ্রহণের উপলক্ষ্য পাইয়া যোগ্যপাত্রে নানাবিধ দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন।

প্রভুর আবির্ভাবজনিত আনন্দের প্রেরণাতেই লোক-সকল দানাদি করিয়াছিলেন ; সুতরাং গ্রহণোপলক্ষ্যে এই সকল দানাদি হইয়া থাকিলেও দানাদির প্রবর্ত্তক আবির্ভাবজনিত আনন্দ বলিয়া এসমস্ত দানকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষ্যের মঙ্গলানুষ্ঠানমূলক দানই বলা যায়।

১০৩। এইদিকে শচীমাতার প্রসবের সংবাদ পাইয়া প্রতিবেশিনী রমণীগণ থালি ভরিয়া নানাবিধ উপহার-দ্রব্য লইয়া সদ্যোজাত শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন।

সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেবনারীগণ।
নানাদ্রব্য পাত্র ভরি ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সভে করে দরশন ॥ ১০৪
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সভে আসি নাচে পাঞা প্রীত ॥ ১০৫
কেবা আইসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৬
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানাদান ॥ ১০৭
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সভায় মান ॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী**—ব্রাহ্মণদের মধ্যে সৎলোকদের রমণীগণ। **যৌতুক**—উপহার। **কাঁচাসোনাদ্যুতি**—শিশুর গায়ের বর্ণ যেন কাঁচা সোনার বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ।

১০৪। কেবল যে প্রতিবেশিনী রমণীগণই শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন, তাহা নহে; সাবিত্রী-গৌরী প্রভৃতি দেবনারীগণও ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিয়া যৌতুক লইয়া আসিয়া শিশুকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর লীলা নরলীলা বলিয়াই দেব-নারীগণ স্ব-স্বরূপে আসেন নাই, মানুষরূপ ধরিয়া আসিয়াছিলেন; প্রভু ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণসন্তানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের আশীর্ব্বাদের পাত্র নহেন; এজন্য দেবনারীগণ ব্রাহ্মণ-রমণীর বেশ ধরিয়া আসিয়াছিলেন; দেবীরূপে আসিলে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইত, নরলীলার রসভঙ্গ হইত; ব্রাহ্মণ-রমণীবেশে আসাতে—শিশুর সান্নিধ্যে যাইবার পথে তাঁহারা বাধাও পান নাই; সকলেই মনে করিয়াছে—তাঁহারা শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করেন নাই—তাঁহারা "আসি সভে করে দরশন"—কেবল দর্শন করিয়া ধন্য হইতেই আসিয়াছেন; দৈবীশক্তিবলে তাঁহারা প্রভুর স্বরূপ জানিতেন; তাই তাঁহারা শিশুরূপী স্বয়ংভগবান্‌কে আশীর্ব্বাদ না করিয়া মনে মনে বরং স্তুতিনতিই করিয়াছেন; কিন্তু শচী-মাতার প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণ-রমণীগণ লীলা-শক্তির প্রভাবে প্রভুর স্বরূপ—তিনি যে স্বয়ংভগবান্ তাহা—জানিতে পারেন নাই; তাঁহারা তাঁহাকে নরশিশু—শচী-দেবীর সন্তান—মনে করিয়াই তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

১০৫। **অন্তরীক্ষে**—আকাশে। আর দেবগণ, গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-চারণাদি সকলে আকাশে থাকিয়া প্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষে নৃত্যগীত-স্তুতি-আদি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর নবদ্বীপে যত নর্ত্তক, বাদক বা ভাট আছে, সকলেই এক অপূর্ব্ব আনন্দের আবেশে শচী-মাতার বাড়ীতে আসিয়া নৃত্যগীত-বাদ্যাদি করিতে লাগিল।

**গন্ধর্ব্ব**—স্বর্গের গায়ক, দেবযোনি-বিশেষ। **চারণ**—দেবযোনি বিশেষ; স্বর্গের গায়ক ও স্তুতিবাদকারী।

১০৬। **সম্ভালিতে**—বুঝিতে। **বোল**—কথা। **দুঃখ-শোক**—দুঃখ ও শোক। **প্রমোদে**—আনন্দে। **পূরিত**—পূর্ণ। **মিশ্র**—জগন্নাথ মিশ্র। **বিহ্বল**—আত্মহারা।

১০৭। **আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস**—আচার্য্যরত্ন ( চন্দ্রশেখর আচার্য্য ) ও শ্রীবাস। **জাতকর্ম্ম**—প্রসবের পরে যে সমস্ত অনুষ্ঠান করার নিয়ম আছে, সেই সমস্ত। **তবে**—জাতকর্ম্ম সমাধার পরে।

১০৮। শিশুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত লোকে যে সমস্ত দ্রব্য উপহাররূপে লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই সমস্ত

শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দূর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥ ১০৯

অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগৎ-পূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি॥ ১১০

সুবর্ণের কড়িবৌলি, রজতমুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ॥ ১১১

ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্রডোরী,
হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনী ফোতা পট্টপাড়ি,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন॥ ১১২

দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গলদ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাস চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥ ১১৩

ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার,
শচীগৃহে হৈলা উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্রব্য তো দান করিলেনই, তদ্ব্যতীত তাঁহার ঘরে যাহা ছিল, তৎসমস্তও মিশ্রঠাকুর ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। আর নর্ত্তক, গায়ক, ভাট, কি দরিদ্র ব্যক্তিদিগকেও তিনি যথাযোগ্য ভাবে ধন দান করিয়াছেন।

**ভাট**—যাহারা অপরের বংশপরিচয় রক্ষা ও কীর্ত্তন করে। **অকিঞ্চন**—দরিদ্র।

১০৯। সন্তান জন্মিলে প্রতিবেশিনী রমণীগণের মধ্যে যাঁহারা শিশুকে দেখিতে আসেন, সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা ও নারিকেলাদি দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করার রীতি আছে; ইহা একটী স্ত্রী-আচার। প্রভুর আবির্ভাবের পরে শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহিণী—এই দুই জনেই শচী-মাতার পক্ষ হইতে প্রতিবেশিনীদিগকে তৈল-সিন্দূরাদি দিয়াছিলেন। কারণ, শচী-মাতার গৃহে শচীমাতা ব্যতীত অন্য কোনও রমণী ছিলেন না।

১১০। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহিণী শ্রীসীতাঠাকুরাণীও স্বামীর অনুমতি লইয়া, ১১১-১১৪ ত্রিপদীতে উল্লিখিত দ্রব্যাদি উপহার লইয়া শিশুকে দেখিতে গেলেন।

১১১-১১৪। **বৌলি**—বকুলের বীজ। **সুবর্ণের কড়িবৌলি**—সোনা-বাঁধান কড়ি এবং সোনা-বাঁধান বকুলবীজ। প্রাচীনকালে কড়ির এবং বকুল বীজের মালা গাঁথিয়া ছোট শিশুদের গলায় দেওয়া হইত; যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল, তাঁহারা কড়ি ও বকুল বীজকে সোনাদ্বারা বাঁধাইয়া দিতেন। সীতাঠাকুরাণী সোনা-বাঁধান বকুল-বীজের মালা লইয়া গিয়াছিলেন—শচীমাতার শিশুর নিমিত্ত। **রজত মুদ্রা**—রূপার টাকা। **পাশুলি**—পাইজোড় নামক পায়ের অলঙ্কার। **রজতমুদ্রা পাশুলি**—রজতমুদ্রাযুক্ত পাইজোড়; কোনও পাইজোড়ের সম্মুখভাগে এক একটা করিয়া রৌপ্যমুদ্রা বা টাকা থাকে। **মলবঙ্ক**—বাঁকমল। **রজতের মলবঙ্ক**—রৌপ্যনির্ম্মিত বাঁকমল। **ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি**—সুবর্ণ জড়িত বাঘের নখ। **কটি-পট্টসূত্র-ডোরী**—পট্টনির্ম্মিত কোমরের ঘুন্‌সি; কোন কোন অঞ্চলে ঘুন্‌সীকে তাগা বা ধাগা বলে। **পট্টশাড়ী**—শচীমাতার জন্য রেশমী শাড়ী। **ভুমিফোতা**—এক রকম চাদর। **পট্টপাড়ি**—রেশমের পাইড়যুক্ত (ভুমিফোতা)। **গোরোচন**—প্রসিদ্ধ পীতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ, গরুর মাথায় ইহার জন্ম; গোমস্তকস্থ শুষ্কপিত্তই গোরোচনা (শব্দকল্পদ্রুম)। ইহা পবিত্র মঙ্গল-দ্রব্য বলিয়া পরিচিত। **বস্ত্রগুপ্ত**—বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। **চেড়ী**—দাসী। **পেটারি**—বাক্স। **বালক-ঠাম**—বালকের (গৌরের)

সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণপ্রতিমাভাণ,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য দ্যুতি, দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ১১৫

দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
'চিরজীবী হও দুইভাই'।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥ ১১৬

পুত্র মাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র-বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী ॥ ১১৭

ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভঙ্গী। **গোকুল কান**—ঠিক যেন গোকুলের কানাই। শচীমাতার শিশুকে দেখিতে ঠিক যেন যশোদার দুলাল কানাইয়ের মতনই দেখাইল; কেবল পার্থক্য এই যে, কানাইয়ের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ, আর শচীর দুলালের বর্ণ গৌর; গঠনাদি সমস্তই একরূপ। **বিপরীত**—উল্টা; কৃষ্ণ বর্ণের স্থলে গৌর বর্ণ বলিয়া বিপরীত বলা হইয়াছে।

১১৫। শিশুরূপী গৌরচন্দ্রের রূপ বর্ণনা করিতেছেন। **সুনির্ম্মাণ**—সু (উত্তম) নির্ম্মাণ (গঠন) যাহার; সুগঠিত। **সুবর্ণ প্রতিমাভাণ**—সোনার প্রতিমার মত। **দ্যুতি**—জ্যোতি; কান্তি। **দ্রবিল হৃদয়**—শিশুরূপী গৌরচন্দ্রের রূপ দেখিয়া বাৎসল্যের আবেশে শ্রীসীতাঠাকুরাণীর চিত্ত গলিয়া গেল।

১১৬। বাৎসল্যের আবেশে চিত্ত গলিয়া যাওয়ায় সীতাঠাকুরাণী ধান্যদূর্ব্বাদি শিশুর মস্তকে দিয়া শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"চিরজীবী হও দুই ভাই" বলিয়া।

**দুই ভাই**—বিশ্বরূপ ও এই নবজাত শিশু।

ডাকিনী-শাকিনী-আদি অপদেবতা হইতে পাছে শিশুর কোনও অমঙ্গল হয়, তাই শ্রীসীতাঠাকুরাণী নবজাত শিশুর নাম রাখিলেন "নিমাই"। নবজাত শিশুর নাম "নিমাই" রাখিলে আর কোনওরূপ অপদেবতার দৃষ্টি পড়িতে পারেনা, ইহাই তৎকালে সাধারণের বিশ্বাস ছিল। বাৎসল্যের আবেশে সীতাঠাকুরাণী বিভোর হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীগৌরচন্দ্রের ভগবত্তা সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হয় নাই; তাই তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদও করিতে পারিয়াছেন এবং অপদেবতার আশঙ্কা করিয়া তাঁহার নিমাই-নামও রাখিতে পারিয়াছেন।

১১৭। **পুত্র মাতা-স্নান দিনে**—যেদিন প্রসূতি ও নবজাত শিশু প্রসবের পরে স্নান করিলেন, সেই দিনে। **দিল বস্ত্রবিভূষণে** ইত্যাদি—স্নানের দিন সীতাঠাকুরাণী মিশ্রঠাকুরকেও বস্ত্রাদি দিলেন এবং মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপকেও দিলেন। **সম্মানি**—সম্মান করিয়া। **শচীমিশ্রের** ইত্যাদি—শচীদেবী এবং জগন্নাথমিশ্রও বস্ত্রাদি দিয়া সীতাঠাকুরাণীকে সম্মানিত করিলেন।

১১৮। **লক্ষ্মীনাথ**—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাই এস্থলে লক্ষ্মী-শব্দের লক্ষ্য; লক্ষ্মীনাথ অর্থ রাধানাথ, শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই যে শচী-জগন্নাথের ঘরে শিশুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহাই এস্থলে ভঙ্গীতে বলা হইল। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণই যে তাঁহাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা শচী-জগন্নাথ জানিতেন না; তথাপি তাঁহার আবির্ভাবের ফলে তাঁহাদের সকল বাসনা পূর্ণ হইল; কারণ, বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখেনা; যেখানে পূর্ণতম ভগবানের আবির্ভাব, সেখানে অপূর্ণ বাসনাই বা কিরূপে থাকিবে? **ধনে-ধান্যে** ইত্যাদি—শিশুর আবির্ভাবের পর হইতে চারিদিক্ হইতে নানালোক মিশ্রঠাকুরের গৃহে ধন ও ধান্যাদি উপঢৌকন দিতে লাগিলেন; উপঢৌকনে যেন

মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত,　　　অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
　　ধনভোগে নাহি অভিমান
পুত্রের প্রভাবে যত,　　　ধন আসি মিলে তত,
　　বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ১১৯
লগ্ন গণি হর্ষমতি,　　　নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
　　গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে—।
মহাপুরুষের চিহ্ন,　　　লগ্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
　　দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ ১২০
ঐছে প্রভু শচীঘরে,　　　কৃপায় কৈল অবতারে
　　যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময়,　　　তাঁরে হয়েন সদয়,
　　সেই পায় তাঁহার চরণ ॥ ১২১
পাইয়া মানুষজন্ম　　　যে না শুনে গৌরগুণ,
　　হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী,　　　পিয়ে বিষগর্ত্তপানী,
　　জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ? ॥ ১২২
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ,　　　আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
　　স্বরূপ রূপ রঘুনাথদাস।
ইহা সভার শ্রীচরণ,　　　শিরে বন্দি নিজধন,
　　জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিমৃতে আদিখণ্ডে জন্ম-মহোৎসব-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল; আর সমস্ত লোকও মিশ্রঠাকুরকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে সম্মান করিতে লাগিল; শচী-মিশ্রের আনন্দও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

১১৯। **মিশ্র**—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। **বৈষ্ণব**—বৈষ্ণবত্বাদি গুণসম্পন্ন। **শান্ত**—ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিবিশিষ্ট। **অলম্পট**—ধন-রত্নাদিতে অনাসক্ত। **শুদ্ধ**—বিশুদ্ধ-চিত্ত। **দান্ত**—ক্লেশসহিষ্ণু। **ধনভোগে অভিমান**—ধনভোগ করার উপযোগী অভিমান; ধনভোগের অভিলাষ। **বিষ্ণুপ্রীতে** ইত্যাদি—বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণগণকে দান করেন।

১২০। শচীমাতার পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শিশুর জন্ম-সময়াদি-অবলম্বন করিয়া গণনা করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; গোপনে তিনি মিশ্রঠাকুরকে বলিলেন—"আমি শিশুর জন্ম লগ্নাদির ফল গণিয়া দেখিলাম, এই শিশু একজন মহাপুরুষ হইবে; ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও মহাপুরুষের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই শিশু জগতের উদ্ধার সাধন করিবে বলিয়াই মনে হইতেছে।"

**লগ্ন**—জন্মলগ্ন। **গুপ্তে**—গোপনে। **লগ্নে অঙ্গে**—জন্মলগ্নে ও শিশুর অঙ্গে (মহাপুরুষের লক্ষণ)। মহাপুরুষের অঙ্গ-লক্ষণ পরবর্ত্তী ১৪শ পরিচ্ছেদে ৩য় শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২২। **ধুনী**—নদী। **অমৃত ধুনী**—অমৃতের নদী। **পিয়ে**—পান করে। **বিষগর্ত্তপানী**—বিষপূর্ণ গর্ত্তের জল।

অমৃতের নদী সাক্ষাতে পাইয়াও তাহা পান না করিয়া যে ব্যক্তি বিষপূর্ণ গর্ত্তের জল পান করে, তাহার জীবন যেমন বৃথা নষ্ট হয়; তদ্রূপ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি গৌরগুণকীর্ত্তন করেনা, তাহার জন্মও বৃথাই নষ্ট হয়। গৌরগুণকীর্ত্তনেই মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা—ইহাই ধ্বনি।